ইউনিট ২

সামাজিক সমস্যা

ভূমিকা

সামাজিক সমস্যা কম-বেশি সকল সমাজেই আছে। ব্যক্তি জীবনে এবং পরিবার জীবনে মানুষের যেমন বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় তেমনি সমাজ জীবনেও মানুষকে নানা সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। সামাজিক সমস্যা মূলত সমাজেরই এক ধরণের অবস্থা যা মানুষ পছন্দ করে না আর কামনাও করে না। সামাজিক সমস্যায় মানুষ যেমন পড়তে চায় না, তেমনি সমস্যায় পড়লে তা থেকে সকলে মুক্তি পেতে চায়। সামাজিক সমস্যা কিন্তু প্রাকৃতিক সমস্যা, শারীরিক সমস্যা ইত্যাদি হতে আলাদা। সামাজিক সমস্যার জন্ম হয় নানা কারণে। আবার সমাজের অধিকাংশ মানুষ যদি এ সমস্যায় আক্রান্ত অথবা এর ভয়াবহতা সম্পর্কে একমত না হয় তবে একে সামাজিক সমস্যা বলা যাবে না। প্রাকৃতিক, ভৌগলিক, দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানা কারণ সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির জন্যে দায়ী। তবে একটি মাত্র কারণে এ সমস্যা সৃষ্টি হয় না; বরঞ্চ একাধিক কারণের ফলে একটি সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয় । সঙ্গত কারণে, সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা করার পন্থাও একটি নয়। বরঞ্চ বিভিন্ন উপায়ে এবং কৌশলে সামাজিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও কলা-কৌশল প্রয়োগ করে সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা করা হচেছ। সামাজিক বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচেছন।

পাঠ-১: সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- ☞ সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

২.১.১ সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা

সমাজ সৃষ্টির পর থেকেই সমাজ সদস্যরা সামাজিক সমস্যা অনুভব করছে। এ সমস্যা সমাজের মধ্য হতেই সৃষ্টি হয়। এটি এক ধরণের সামাজিক অবস্থা। সমাজে বসবাসকারী মানুষের কারণেই এটি সৃষ্টি হয়, আবার সমাজের মানুষই এ সমস্যা মোকাবেলায় সামর্থ হয়। বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা দিয়েছেন। কোন একটি সংজ্ঞাকে এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ বলা যাবে না।

হর্টন ও লেসলি বলেছেন যে, " সামাজিক সমস্যা হলো এমন এক সামাজিক অবস্থা যা সমাজের অধিকাংশ লোকের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং সংঘবদ্ধভাবে যা মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।"

ড্রাইডেন উল্লেখ করেছেন যে, " সামাজিক সমস্যা বলতে এমন এক পরিস্থিতিকে বুঝায় যা চাপ, উত্তেজনা, দ্বন্দ্ব এবং হতাশা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন চাহিদা পূরণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।"

সামাজিক সমস্যার বিভিন্ন সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, সামাজিক সমস্যা হলো এমন এক অনাকাঙ্খিত সামাজিক পরিস্থিতি যা অধিকাংশ সমাজবাসীর ওপর চাপ, উত্তেজনা, দ্বন্দ্ব, হতাশা ও ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে; তবে সদস্যরা এ পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। সামাজিক সমস্যা আবার প্রাকৃতিক সমস্যা, শারীরিক সমস্যা, ভৌলিক সমস্যা ইত্যাদি হতে আলাদা। যেমন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাংলাদেশের একটি সামাজিক সমস্যা। এটি ঝড়-বন্যা, ক্যান্সার-ডায়েবেটিস অথবা নদী-ভাঙ্গন-ধরা হতে সম্পূর্ণ আলাদ ধরণের সমস্যা।

২.১.২ সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য

প্রতিটি সমাজেই নানা ধরণের সমস্যার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্ত যে কোন সমস্যাই সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয় না । বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোকে সামাজিক বিজ্ঞানীরা সামাজিক সমস্যার কিছু বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন। এগুলো হলো:

ক. অনাকাঙ্খিত সামাজিক অবস্থা ঃ সামাজিক সমস্যা মূলত এক ধরণের সামাজিক অবস্থা যার সৃষ্টি সমাজেই। কিন্তু এ অবস্থার উদ্ভব কিংবা উপস্থিতি সমাজের মানুষ কামনা করে না এবং পছন্দও করে না । তাই সামাজিক সমস্যা সব সময়ই একটি অবাঞ্চিত সামাজিক পরিস্থিতি বলে বিবেচিত হয়। যেমন, দারিদ্র সমস্যা একটি অনাকাঙ্খিত সামাজিক অবস্থা।

খ. অধিকাংশ লোকের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে ঃ সামাজিক সমস্যা সমাজের বেশিরভাগ মানুষের জন্যে ক্ষতির কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। সমাজের অধিকাংশ মানুষ যখন তাদের স্বার্থ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের দৃষ্টিতে একটি সামাজিক অবস্থাকে তাদের জন্যে ক্ষতিকারক বলে মনে করবে তখন তাকে সামাজিক সমস্যার পর্যায়ে ফেলা হবে। এ অবস্থায় তাদের জীবনযাত্রার মান ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং উন্নতি ব্যাহত। অবশ্য প্রাথমিকভাবে মানুষ সমস্যাটিকে নানা কারণে অনুভব নাও করতে পারে; কিন্তু এর ভয়াবহতা অধিকাংশকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে।

গ. সামাজিক চাপ, উত্তেজনা, দ্বন্দ্ব ও হতাশা সৃষ্টিকারী ঃ যখন সমাজের ক্ষতিকারক একটি সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন মানুষের মধ্যে ও সমাজে চাপ, উত্তেজনা,দ্বন্দ্ব, হতাশা ইত্যাদির উদ্ভব হয় । এতে করে সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অন্ত রায় সৃষ্টি হয়। কারণ সামাজিক সমস্যা সামাজিক শঙ্খলা, সংহতি ও কাঠামোকে দুর্বল করে দেয়। যেমন, সন্ত্রাষের কারণে সমাজের প্রায় প্রতিজন সদস্যই ভয়ের মধ্যে থাকে।

ঘ. একাধিক কারণে সৃষ্ট, জটিল ও পরিবর্তনশীল ঃ সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি একাধিক কারণে। দৈহিক, প্রাকৃতিক, ভৌগলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে সৃষ্ট এটি একটি জটিল সামাজিক অবস্থা। আবার সমাজ যেমন পরিবর্তনশীল তেমনি সামাজিক সমস্যাও পরিবর্তনশীল। সময় ও স্থানভেদে সামাজিক সমস্যার রূপ পরিবর্তিত হয়। আজকের অবস্থা কালকেই সমস্যা; আবার যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রচলিত নিয়ম এদেশে জটিল সমস্যা বলে বিবেচিত হতে পারে।

ঙ. সমস্যা মোকাবেলায় যৌথ উদ্যোগ ঃ সমাজে যখন একটি ক্ষতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে এবং অধিকাংশ মানুষ যখন উত্তেজিত, উদ্বিগ্ন ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় তখন তারা এ পরিস্থিতির হাত হতে মুক্তি পারার জন্যে সংঘবদ্ধ হয়। সমস্যা মোকাবেলায় তারা যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলে। কারণ তারা বুঝতে পারে একা একা নয় বরঞ্চ সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলে এ সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

৬. সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় এ সমস্যা মোকাবেলা সম্ভব ঃ সামাজিক সমস্যার চুড়ান্ত বৈশিষ্ট্য হলো, সংশ্লিষ্ট সমাজবাসীর সম্মিলিত বা যৌথ প্রচেষ্টায় এ সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব। প্রাকৃতিক কিংবা ভৌগলিক সমস্যা মানুষের পক্ষে অধিকাংশ সময় মোকাবেলা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু সামাজিক সমস্যা থাকে মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার মধ্যে। যেমন, জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে এদশে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার বাংলাদেশে হ্রাস পেয়েছে।

সার সংক্ষেপ

সামাজিক সমস্যা সমাজ হতে উদ্ভূত একটি অবস্থা যা সমাজের অধিকাংশ লোকের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। এতে মানুষ উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত ও আন্দোলনমুখী হয়। সমস্যা মোকাবেলায় সমাজ সদস্যরা সংঘবদ্ধ হয় এবং এর মাধ্যমে সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। সামাজিক মানুষের স্বাভাবিক ও বাঞ্ছিত জীবন যাপনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী এবং সমাজের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হলো সামাজিক সমস্যা। তবে প্রতিটি সমাজেই এ সমস্যার উপস্থিতি আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : অনুশীলনী ২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক(√) চিহ্ন দিন।

১. সামাজিক সমস্যা হচেছ-

(ক) পরিবেশতগত অবস্থা (খ) প্রতিবেশগত অবস্থা

(গ) সামাজিক অবস্থা (ঘ) ভৌগলিক অবস্থা

২. কোনটি সামাজিক সমস্যা নয়-

(ক) দুর্নীতি (খ) মহামারী

(গ) সন্ত্রাস (ঘ) বার্ধক্য

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা দিন।

২. সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।

পাঠ-২ ঃ সামাজিক সমস্যায় কারণসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

☞ সামাজিক সমস্যার কারণগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

২.২.১ সামাজিক সমস্যার কারণসমূহ

প্রতিটি সামাজিক সমস্যার পেছনে অনেক কারণ জড়িত থাকে। সেজন্যে কোন একটি কারণকে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির জন্যে এককভবে দায়ী করা ঠিক নয়। যেমন, জনসংখ্যাবৃদ্ধি বাংলাদেশের একনম্বর সামাজিক সমস্যা। এদেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের জন্যে অনেক কারণ জড়িত রয়েছে, একটিমাত্র নয়। যেমন, প্রাকৃতিক, মানসিক, শারীরিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদির প্রভাব জনসংখ্যা সমস্যা সৃষ্টির জন্যে দায়ী। আসলে এ সকল কারণ যে কোন সামাজিক সমস্যার সাথেই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে। তাই সামাজিক বিজ্ঞানীরা এদেরকে সামাজিক সমস্যার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এদের প্রভাব সর্ম্পকে নিচে আলোচনা করা হলো:

ক. প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক কারণ ঃ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন বন্যা,খরা, জলোচছাস, মহামারি, ঝড় ইত্যাদির জন্যে সন্ত্রাস, দারিদ্র,অপরাধ, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদির সৃষ্টি হয় । আবার অতি উষ্ণ অথবা শীত অঞ্চল, পাহাড়িয়া অথবা উপকূলীয় এলাকায়ও এসমস্ত সামাজিক সমস্যার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক কারণের প্রভাব পরোক্ষ ধরণের।

খ. শারীরিক ও মানসিক কারণ ঃ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা, অনেক সময় জনসংখ্যাবৃদ্ধি, অপসাংস্কৃতির অনুকরণ, বঞ্চনা, হতাশা, চাপ ও পীড়ন, নেশাগ্রস্থতা ইত্যাদি সমাজে সমস্যার জম্ম দেয়। শারীরিক গঠন ও অনেক সময় মানুষকে অপরাধ প্রবণ করে তোলে।

গ. অর্থনৈতিক কারণ ঃ সমাজে বেঁচে থাকার জন্যে প্রত্যেক মানুষেরই ন্যূনতম অর্থনৈতিক নিরাপত্তা থাকা অত্যাবশ্যক। মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আর্থিক সঙ্গতি থাকা দরকার। তাছাড়া সমাজে সম্পদ ও সুযোগের সুষম বন্টন, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা, আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ ইত্যাদির নিশ্চয়তা না থাকলে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা। দারিদ্রকে বলা হয় সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির মূল কারণ। সত্যিকার অর্থে, অর্থনৈতিক অস্বচছলতা এবং অতি স্বচছলতা উভয় কারণই সমাজে দুর্নীতি, অপরাধ, সন্ত্রাস, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি, বস্তিসহ নানা ধরণের সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে।

ঘ. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ ঃ সামাজিক পরিবর্তন, শহুরে দারিদ্র ও বস্তি সমস্যা, অপরাধ ও কিশোর অপরাধ, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার, মূল্যবোধের অবক্ষয়, কর্মমুখী ও নৈতিক শিক্ষার অভাব, সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার পেছনে বড় কারণ হিসেবে দেখা দেয়।

ঙ. রাজনৈতিক কারণ ঃ দ্রুত ও ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, গণতন্ত্র চর্চার অভাব, সুশাসনের অনুপস্থিতি, দেশ প্রেমের অভাব, রাজনৈতিক সন্ত্রাস ইত্যাদির কারণে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা। তাছাড়া একারণে উপস্থিত সামাজিক সমস্যাগুলো জটিল আকার ধারণ করে। গঠনমূলক সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা এবং দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে উপস্থিত সামাজিক সমস্যাগুলোও মোকাবেলা করা যায় না।

চ. আন্তর্জাতিক প্রভাবজনিত কারণ ঃ বিজ্ঞানের চরম উন্নতিতে বিশ্বে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই সহজ ও দ্রুততর হয়েছে। এতে মানুষের সুবিধার পাশাপাশি কিছু সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, ড্রাগ ও অস্ত্রের চোরাচালান বৃদ্ধি পেয়েছে, বৈধ-অবৈধ বাণিজ্যচক্রের প্রভাব বেড়েছে, রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছে, সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ ঘটছে ইত্যাদি। আর এর ফলে জন্ম নিচেছ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা এবং দেশে উপস্থিত সামাজিক সমস্যাগুলো আরও জটিল আকার ধারণ করছে।

সার সংক্ষেপ

সামাজিক সমস্যার পেছনে থাকে বিভিন্ন কারণ । অর্থাৎ, একটি মাত্র কারণ নয় বরঞ্চ একাধিক কারণে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। আবার উপস্থিত একটি সামাজিক সমস্যা নানাবিধ কারণে জটিল আকার ধারণ করে। বাংলাদেশের মতো একটি দেশে ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক কারণে যেমন সামাজিক সমস্যা সৃষিট হয় তেমনি মানুষের শারীরিক মানসিক কারণ, অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণ এবং আন্তর্জাতিক প্রভাবের কারণেও সামাজিক সমস্যাগুলো জটিল রূপ ধারণ করে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এদেশের যে কোন একটি সামাজিক সমস্যার পেছনে এ সমস্ত কারণ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : অনুশীলনী ২.২

সত্য/মিথ্যা চিহ্নিত কর?ন-

১. সামাজিক সমস্যা বিশেষ একটি কারণে সৃষ্টি হয়।

২. বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির অন্যতম কারণগুলো জনসংখ্যাবৃদ্ধি।

৩. সামাজিক সমস্যা সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক ও ভৌলিক কারণের প্রভাব পরোক্ষ ধরণের।

৪. আয় ও কর্ম সংস্থানের অভাব সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধি করে।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক সমস্যার কারণসমূহ বর্ণনা কর?ন।

পাঠ-৩ ঃ সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের উপায়সমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

☞ সামাজিক সমস্যা মোকাবেলার উপায়সমূহ চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.৩.১. সামাজিক সমস্যা মোকাবেলার উপায়সমূহ

সমাজ গড়ে তোলার সাথে সাথে জন্ম নেয় সামাজিক সমস্যা। আর শুরু থেকেই সমাজের মানুষ চেষ্টা চালিয়ে যাচেছ এ সমস্ত সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা বা দূরীকরণের জন্যে । সামাজিক সমস্যা যেমন হঠাৎ করে দেখা দেয় না তেমনি এগুলো নিয়ন্ত্রণ করাও হঠাৎ করে সম্ভব নয়। তাছাড়া, বহুকারণে সামাজিক সমস্যা জন্ম নেয়ায় এদের মোকাবেলাও করতে হয় নানা কৌশলে পরিকল্পিতভাবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ অসংগঠিতভাবে সামাজিক সমস্যা মোকাবেলার চেষ্টা করতো। তাতে করে সমস্যা সত্যিকার অর্থে নিরসন না হয়ে আরও জটিল আকার ধারণ করতো। বর্তমানে সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা করা হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং সুসংগঠিত উপায়ে। পেশাগত শিক্ষায় শিক্ষিত এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ সমাজকর্মীরা সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচেছ। নিচে সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা করার বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ক. সামাজিক গবেষণা ও অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা ঃ সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে সুপরিকল্পিতভাবে। তাই এবিষয়ে প্রথমেই পরিচালনা করতে হবে বিভিন্ন জরিপ,গবেষণা ও অনুসন্ধানকাজ। এতে করে সমস্যার ধরণ, কারণ, প্রভাব, নিরসনের উপায় ইত্যাদি সম্পর্কে দরকারী তথ্য পাওয়া যাবে।

খ. পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ গবেষণা হতে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে সমস্যা মোকাবেলার জন্যে উপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে পারলে খরচ, শ্রম ও সময় যেমন কম লাগবে, তেমনি সমস্যা দূরীকরণও সহজ হবে।

গ. মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ সামাজিক সমস্যা যেহেতু সমাজের মানুষের তাই এ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যও পরিকল্পনা বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করতে হবে। এতে করে জনগণ সচেতন, সক্রিয় ও উদ্যোগী হয়ে সমস্যা মোকাবেলায় স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে। তাছাড়া দেশের সকল শ্রেণীর নাগরিকদেরকে শিক্ষিত করতে হবে এবং স্বাস্থ্য, অধিকার -কর্তব্য, জাতীয় উন্নয়ন, সম্পদের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে তাদেরকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। এতে করে তারা সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির আগে যেমন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে, তেমনি উপস্থিত সমস্যা মোকাবেলায়ও সফল হতে পারবে। দেশের বাড়তি জনসংখ্যা হ্রাস করে তাদেরকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঘ. সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ঃ দেশের মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করতে হবে। কেননা, মানুষের সমস্যা মেকাবেলায় উপযোগী বহু সম্পদই অব্যবহৃত থেকে যায়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে উপস্থিত সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে যে কোন সামাজিক সমস্যাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ঙ. মৌলমানবিক চাহিদাপূরণ এবং সম্পদ ও সুযোগের সুষম বন্টন ঃ মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ না হলে সমাজ থেকে সমস্যা দূর হবে না। তাই সকলের ন্যূনতম আয় ও কর্মসংস্থান খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, নিরাপত্তা ইত্যাদির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। পাশাপাশি, দেশের সকল সম্পদ ও সুযোগের বন্টন সুষম করতে হবে। তা না'হলে সৃষ্টি হবে বৈষম্য, শোষণ, শ্রেণী দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ইত্যাদি। ফলে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হবে এবং তা ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করবে।

চ. সুনেতৃত্ব ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা ঃ সমাজের প্রতিটি বিষয়ই রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে হয়। সেজন্যে দেশে ভাল রাজনীতি, যোগ্য নেতৃত্ব এবং সুশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবেই সুষ্ঠুভাবে যে কোন সমস্যা নিরসন করা সম্ভব হবে। দেশ ও সমাজ উন্নয়নের এটিই হলো প্রধান পূর্বশর্ত।

ছ. স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামো শক্তিশালীকরণ ও গনতন্ত্র চর্চা ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে দেশের সকল সমস্যা সম্পর্কে জানা ও মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামো সরকার ব্যবস্থাগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। গণতন্ত্রের

বিকাশ ঘটিয়ে সকলকে সুযোগ দিতে হবে সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় অংশগ্রহণ করতে। গ্রাম সরকার, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা ও জেলা পরিষদ ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ সহজ হয়।

জ. এন জি ও এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা ঃ বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ২৮ হাজার এন জি ও তালিকাভুক্ত আছে। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে এরা কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের উচিত হবে এদেরকে আরও কাছে টেনে নিয়ে তাদের সহযোগিতায় সামাজিক সমস্যামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকেও এক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে। ধর্মীয় নেতাদের উপদেশ ও পরামর্শে মানুষ আরও আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসবে সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা করতে।

সার –সংক্ষেপ

সমাজে সমস্যা যেমন আছে, তেমনি সমস্যা নিরসনের উপায়ও রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে দরকারী উদ্যোগ নিতে হবে। সামাজিক সমস্যার সকল দিক সম্পর্কে সঠিকভাবে অনুসন্ধান করে হাতে নিতে হবে বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি। রাজনৈতিকভাবে সুনেতৃত্ব সৃষ্টি করে সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় তাদেরকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। করতে হবে সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশে বিভিন্ন এন জি ও ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সাথে নিয়ে মোকাবেলা করতে হবে সামাজিক সমস্যাগুলোকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ অনুশীলনী ২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সামাজিক সমস্যা মোকাবেলার জন্যে দরকার-
   (ক) সরকারী প্রচেষ্টা (খ) জনগণের প্রচেষ্টা
   (গ) সম্মিলিত প্রচেষ্টা (ঘ) আইন প্রণয়ন।

২. সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হলো-
   (ক) জরিপ ও গবেষণা (খ) শিক্ষার প্রসার
   (গ) অর্থ বরাদ্দ (ঘ) আইন প্রণয়ণ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় উপায়সমূহ চিহ্নিত করুন।
২. সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের প্রধান উপায়গুলো ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

অনুশীলনী - ২.১ ঃ (গ), (খ)
অনুশীলনী - ২.২ ঃ মিথ্যা, সত্য, সত্য মিথ্যা
অনুশীলনী - ২.৩ ঃ (গ), (ক)